aspbd.com
your application
service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

প্রথম পাতা

বাংলাদেশে হিযবুত তাহ্রীর কী করছে

২০০৯-১০-২৫ : বিশেষ প্রতিনিধি

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত হিযবুত তাহ্রীরের কর্মকাণ্ড নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি জঙ্গিবাদের অভিযোগে সরকার এ দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। গতকাল হিযবুত তাহ্রীরের নামে-বেনামে সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও সংগঠনের ওয়েবসাইট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ এই সংগঠনটির কার্যক্রম বন্ধ করা হলো কেন? তারা এদেশে কী ধরনের কার্যকলাপ করছিল? অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হিযবুত তাহ্রীর গত ১০ বছর দেশের জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোতে বেশ সোচ্চার ছিল। তারা শুরু থেকেই ভারতীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের জোরালো প্রতিবাদ জানায়। সম্প্রতি টিপাইমুখ বাঁধের প্রতিবাদে ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে মিছিল, রাসূল (সা.)-এর ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের জোরালো প্রতিবাদ, পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও সরকারের সম্পৃক্ততার অভিযোগ করে লিফলেট বিতরণ, সাগরের তেল-গ্যাস রফতানি, এশিয়ান হাইওয়ের নামে করিডোর দেয়ার চেষ্টা, 'টাইগার শার্ক' নামে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া, ইসলামবিরোধী শিক্ষানীতি ও টিফা চুক্তির বিরোধিতা করে। সংগঠনটি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইস্যুতেও জোরালো প্রতিবাদ জানায়। এমন একটি পরিস্থিতিতে সরকার দলটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

২০০১ সালে হিযবুত তাহ্রীর এদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। একদল উচ্চশিক্ষিত ইসলামপন্থী মিলে এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) সহযোগী অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহমদ। শুরুতে তাদের কার্যক্রম ঘরোয়া বৈঠক, আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহফিল ও সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের সময় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে সমাবেশের মাধ্যমে এ দলটি প্রকাশ্যে আসে। তখন দলটির বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সবার দৃষ্টি কাড়ে। এরপর বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দলটি জোরালো ভূমিকা রাখে। তারা বিভিন্ন সময় এসব ইস্যুতে বিভিন্ন মসজিদ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লিফলেট বিতরণ করে। পোস্টারিং করে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দলটি উচ্চশিক্ষিত তরুণ-যুবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেল কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকরা এ দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। দলটি প্রায় প্রতি মাসেই খিলাফত, রাষ্ট্রের অর্থনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি, প্রতিরক্ষা নীতি ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং গোলটেবিলের আয়োজন করে। তাদের আয়োজিত বিষয়ের মধ্যে ছিল ইসলামী আকিদা, শর'ঈ নীতিমালা, শর'ঈ পরিভাষা চিন্তা ও সমাজ, বর্তমান বিশ্বের মতাদর্শ, গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, বস্তুগত উন্নতি ও সভ্যতা, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিধান, ইসলামী সরকার ব্যবস্থা, খলিফা নিয়োগ করার পদ্ধতি, খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্য, ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি, সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর; কখনোই মানুষের নয়, হুকমত কর্তৃত্ব উম্মার অধিকার, ইসলামী সরকারের কাঠামো, রাজনৈতিক দল, ইসলামে অর্থনৈতিক নীতিমালা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মূল সমস্যা, মালিকানার প্রকার ও উৎস, ভূমির বিধান, শিল্পকারখানা, রাষ্ট্রীয় কোষাগার, শিক্ষানীতি, রাজনীতি ও বৈদেশিক নীতিবিষয়ক চিন্তা, দারুল ইসলাম-দারুল কুফর, জিহাদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। তাদের এসব অনুষ্ঠানে দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা অংশ নিতেন।

গত কয়েক বছরে এ দলটির উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম সবার দৃষ্টি কাড়ে। বিশেষ করে, যারা ভারতের মণিপুর রাজ্যে টিপাইমুখ বাঁধের প্রতিবাদ জানায় তাদের মধ্যে হিযবুত তাহ্রীর ছিল অন্যতম। ২০০৫ সালে দলটি ঢাকা থেকে বিশাল লংমার্চ করে সিলেটের জকিগঞ্জ যায়। তারা সেখানে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ করে টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টা করে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দৈনিক প্রথম আলোতে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের প্রতিবাদে দলটি জরুরি অবস্থার মধ্যেও বিক্ষোভ সমাবেশ করে। তারা জরুরি অবস্থা উপেক্ষা করে। পুলিশি বাধার মুখেও মিছিল নিয়ে প্রথম আলোর কার্যালয়ের দিকে যায়। এ সময় শাহবাগ এলাকায় পুলিশ তাদের নেতাকর্মীদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। এর আগে দলটি ডেনমার্কের একটি পত্রিকায় রাসূল (সা.) নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন চিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এছাড়াও ফিলিস্তিনি মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা, ইসরাইলি আগ্রাসন, আফগানিস্তানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, ইরাক যুদ্ধসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানায়।

সম্প্রতি দলটি বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও সরকারের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে লিফলেট বিতরণ করে। ওই লিফলেটে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ধ্বংসের চক্রান্ত হিসেবে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়। গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে 'এশিয়ান হাইওয়ের নামে করিডোর দেয়া : হুমকির মুখে বাংলাদেশের অস্তিত্ব' শীর্ষক গোলটেবিলের আয়োজন করে হিযবুত তাহ্রীর। এই গোলটেবিলে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বক্তব্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ট্রানজিট দেয়ার বিরোধিতা করে। এছাড়াও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবিরোধী অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করে কোথাও জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি। গত ১০ বছরে কোনো ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে এই সংগঠনের কোনো নেতাকর্মী জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সরকারও এ সংগঠনের বিরুদ্ধে নাশকতা বা জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনতে পারেনি। কিন্তু তারপরও জননিরাপত্তার হুমকির অজুহাত তুলে হঠাৎ এ সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়।

এদিকে গতকাল হিযবুত তাহ্রীর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আমেরিকা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা জানে হিযবুত তাহ্রীর তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বড় অন্তরায়। এ কারণে সরকার দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দলীয় মুখপাত্রকে গৃহবন্দি

aspbd.com
your application
service provider
service@aspbd.com
Bangla
Dynamic
PDF
Creator

প্রথম পাতা

বাংলাদেশে হিযবুত তাহ্‌রীর কী করছে

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা আরও বলেন, ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু আমেরিকা ইতোমধ্যে ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃৎ মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। তারা মনে করে, এসব ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানানোর কারণে হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(সমাপ্ত)